১৪৯

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

রেজিষ্ট্রেশন ঘাপলায় ৩০০ জন

মাইনুল হাসান ॥ যশোর বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষায় রেজিষ্ট্রেশন ঘাপলার শিকার হইয়াছে প্রায় ৩০০ জন পরীক্ষার্থী। বোর্ড তাহাদের প্রবেশপত্র ইস্যু করে নাই। ফলে বৃহস্পতিবার হইতে শুরু হওয়া পরীক্ষায় তাহারা

(১১শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

৩ শত জন

(১ম পৃঃ পর)

অংশ নিতে পারিতেছে না। পটুয়াখালীর দুমকী জনতা কলেজে এ ধরনের পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১৬৫ জন। আমতলী কলেজে ৩৩ ও বরিশাল ইসলামিয়া কলেজে ২৩ জন। ইসলামিয়া কলেজের এক পরীক্ষার্থিনী বৃহস্পতিবার হলে পৌঁছিয়া পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ না পাইয়া বুকফাটা কান্না জুড়িয়া দেয়। বুধবার কলেজ হইতে তাহাদের পরীক্ষা গ্রহণের আশ্বাস দেওয়া হইয়াছিল। পরীক্ষা শুরুর মুহূর্তে আশ্বাস ভঙ্গ হয়। ঐ ছাত্রী মনো বেদনায় কর্তব্যরত পুলিশের নিকট একটি রাইফেল চায় এবং উহার সাহায্যে সে আত্মহত্যার কথা প্রকাশ করে। এ ঘটনায় উপস্থিত সকলে হতবাক হইয়া যায়।

সাভারে ৪ জন পরীক্ষায় অংশ নিতে পারে নাই

সাভার সংবাদদাতা জানান, সাভারের মির্জা গোলাম হাফিজ কলেজের পরিচালনা কমিটির অবহেলার কারণে ৪ জন মেধাবী ছাত্র এইচ,এস,সি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারিতেছে না। এই কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের ৪ জন ছাত্র মোঃ বোরহান উদ্দিন, আল-আমিন, মাজহারুল ইসলাম ও মোরশেদ আলম যথারীতি পরীক্ষার ফি জমা দিয়ওা (নির্দিষ্ট সময়ে) এবার এইচ, এস, সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছে। কলেজের পরিচালনা কমিটি যথাসময়ে তাহাদের প্রবেশপত্র সরবরাহ করিতে পারে নাই বলিয়া অভিযোগে প্রকাশ। এই ছাত্রদের অভিভাবকদের নিকট লিখিতভাবে দোষ শিকার করেন কলেজের অধ্যক্ষ হারুন উর রশিদ, বাংলার অধ্যাপক আব্দুল হামিদ মোল্লা ও পরিচালনা কমিটির সদস্য জিন্নত আলী।